বইমেলা ও প্রসঙ্গ কথা

মকবুলা পারভীন

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে মাসব্যাপী বইমেলা শুরু হয়েছে। যতদূর জানা গেছে, বইমেলায় প্রথমদিকে দর্শক সমাগম হচ্ছিল না। এরপর পয়লা ফাল্গুন থেকে বইমেলায় লোক আনাগোনা হচ্ছে, তবে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিক্রি আশাপ্রদ নয়। মেলায় যত লোক আসছে তার তুলনায় বিক্রি কম বলে প্রকাশকরা এই নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

বইমেলা লেখক-প্রকাশক আর পাঠকের চাহিদা ও প্রাপ্তির স্থান। লেখকের চিন্তা-চেতনা বইতে ধারণ করে প্রকাশক তা মেলায় আনেন পাঠকের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন রুচির পাঠক মেলা থেকে প্রার্থিত বইটি কেনার সুযোগ পান। বইমেলায় যারা যান—তারা শিক্ষিত সুধী এবং বইপ্রেমিক। মেলায় শুধু পরিণতজনরাই যান না, মেলার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে শিশু-কিশোররাও। প্রতিদিন বইমেলায় এরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পরিবারের সঙ্গে আসে।

আমাদের দেশে শিশু-কিশোর সাহিত্য নিতান্তই দীনহীন বললে অত্যুক্তি হবে না। মেলায় গিয়ে বা দোকান থেকে চটকদার পৃষ্ঠা বা মলাটে মুগ্ধ হয়ে যে বইই কেনা যায়—বাড়ীতে এসে বই খুলে অন্তঃসারশূন্যতাই বেশী করে ঠেকে। চড়া দাম দিয়ে বই কিনে অভিভাবক তাই আফসোস করেন। আর যারা বাংলা সাহিত্যের সাথে পরিচিত হতে দেশের বাইরের বই নাড়াচাড়া করেন বা কিশোরদের হাতে ঐসব বই তুলে দেন, তারা আমাদের দেশের কিছু কিছু লেখকদের বই হাতে নিয়ে চমকে উঠবেন। দেখবেন, কার্টুনের ছবিগুলো শুধুমাত্র সংলাপ পাল্টে নিজস্ব নামে এদেশী লেখকের বই হয়ে যাচ্ছে।

দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের লেখকের কিশোর নায়ক 'দ্বীপায়ন' কি করে এদেশী লেখকের লেখায় 'দীপু' হয়ে উঠেছে (শুধুমাত্র ঘটনা সামান্য কিছু বদলে দিয়ে), দেখবেন সত্যজিৎ রায় কারো কারো সায়েন্স ফিকশনে বা রহস্যগল্পে ঢুকে বসে আছে। এটি হচ্ছে আমাদের দেশের একশ্রেণীর লেখকদের চৌর্যবৃত্তি ও হীনমন্যতার ফল। এই শ্রেণীর লেখকরা অত্যন্ত সচেতন যে, এদেশী মা-বাবা ক'জন আছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ করে সন্তানদের বইপত্র কিনে দেবে? তাই সহজে অন্যের বুদ্ধিবৃত্তি ভাঙ্গিয়ে নিজেরা নাম কেনে। এতে সাহিত্যের যত ক্ষতি হয় হোক, সাহিত্যিক হিসেবে নাম করাই এসব লেখকের লক্ষ্য।

আমাদের দেশের সাহিত্যের মাঠ এখনও বেশ কাঁচা। বাংলাদেশে যারা বড় কবি বা সাহিত্যিক তারা সাধারণ জনমানুষের কাছে পৌঁছাননি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নীচে যারা অবস্থান করেন তারা আজও রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, অন্য দু'একজন ছাড়া আর কারো নাম জানেন না। বাংলাদেশী এ ব কবি বা সাহিত্যিকের নাম তো নয়ই। এর মধ্যে হিসেব করলে একজন বড়জোর দু'জন সাহিত্যিকের নাম গ্রাম পৌঁছাচ্ছে। তবে এঁদের লেখা একঘেয়েমিমুক্ত না হলে কতদিন টিকবে তা বলা মুশকিল। বড়দের সাহিত্য এখনও প্রতিভাধরের অপেক্ষা করে আছে—তাহলে শিশু-কিশোর সাহিত্যের হাল ধরবে কে? আমরা যখন বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকাই, দেখি পার্শ্ববর্তী দেশের বড় সাহিত্যিকরাই ছোটদের সাহিত্য রচনা করতেন—এখনও করেন। ছোটদের সাহিত্য দীর্ঘদিন 'ঠাকুর বাড়ী' আর 'রায় ফ্যামেলীর' হাতে ছিল। এরপর বিভূতি, আশাপূর্ণা থেকে সুনীল, শীর্ষেন্দু পর্যন্ত সবাই নিরলস হাতে ছোটদের সাহিত্যের ব্যাপারে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। আমাদের দেশে এত রূপরস—কিন্তু সাহিত্যও যেমন রূপ ও বৈচিত্র্যহীন—ছোটদের সাহিত্য আরও ঘানোয়াট, কষ্টকল্পিত, রাজনীতিকেন্দ্রিক এবং কখনও নকলবাজিতে আচ্ছন্ন। সত্যিকার অর্থে শিশু একাডেমী থেকে যেসব বই শিশুদের জন্য বের হচ্ছে—এগুলোও মানের দিক থেকে উঁচু পর্যায়ের নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে দল-তাল-মত যখন প্রাধান্য পায় তখন হেজিপেজি লোকের বইও আকছার ছাপা হয়—কিন্তু সেগুলো সাহিত্যের মান নিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

এদেশের লেখকদের প্রকাশকরা কিশোরদের জন্য আলাদা করে বই লিখিয়ে নিতে উৎসাহী নয়। এছাড়া নাম জাহিরে যারা পিছিয়ে বা তাদের মাথায় ছাতা ধরার কেউ নেই—তাদের পক্ষে গাঁটের পয়সা খরচ করে কিশোরদের বই ছাপাবার সুযোগ নেই। এমন অনেক উৎসাহী লেখক আছেন যারা অন্যের প্রকাশনীতে ৩০/৪০ হাজার টাকা খরচ করে ৪ কিংবা ৫ ফর্মার বই ছাপিয়ে নেন এবং তার বিনিময়ে ২০/৩০টি বইয়ের মালিক হন—এরপর আর বই প্রকাশ করার কথা লেখক মুখেও আনেন না। আসলে পৃষ্ঠপোষক এবং প্রকাশকের অভাবে এদেশের অনেক প্রতিভা উঠে আসতে পারে না—তার আগেই ঝরে যায়। যাদের হাতে অর্থ, ক্ষমতা, রাজনৈতিক ছত্রছায়া, প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমের লোক আছে—তারাই প্রতিভাধর বনে যাচ্ছেন—বাদবাকীদের সে সুযোগ না থাকায় কলমকে ছুঁড়ে ফেলে পেশাতে মনোনিবেশে যত্নবান হতে হচ্ছে।

গত কয়েক বছর বাংলা একাডেমী থেকে লেখক তৈরীর প্রকল্পের কাজ হচ্ছিল বলে শোনা গেছে। আমার জানা মতে, কয়েকটি ব্যাচ থেকে আমরা এখনও পর্যন্ত কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের দেখা পাইনি। তাহলে কি প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়ে গেছে? এর চেয়ে বাংলা একাডেমী লেখকদের কাছ থেকে উন্নতমানের সাহিত্য আহবান করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। এটা এখনও করা যায়।

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার মাসে সাহিত্য নিয়ে অনেকগুলো অপ্রীতিকর কথা বলা হলো। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের স্বনাম তৃষ্ণা এবং 'হামবড়া' ভাব বেশী—এবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আয়োজিত বইমেলায় তাদের অপমান ও অপদস্থতা বিষয়ে ভাবলেই অনেক কিছু স্পষ্ট হবে। ঢাকায় কলকাতার সাহিত্যিকদের এত আদর কেন আবার কলকাতায় ঢাকার সাহিত্যিকদের এত অবহেলা কেন—এ দুই নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। বাংলাদেশের কবি ও সাহিত্যিকদের কেন ওদেশের লেখক বুদ্ধিজীবীরা গনেন না—তাদের বক্তৃতা শুনতে আসেন না বা তাদের সংবর্ধনায় উপস্থিত হন না—এটা এদেশের একজন সাধারণ কিশোর লেখকের জন্যও লজ্জাকর।

তাই বলে বইমেলা বন্ধ হোক আমরা তা কখনও বলবো না। বই অসাধারণ আনন্দ ও জ্ঞানের উৎস। বই সম্পর্কে মনীষীরা অনেক উচ্চকণ্ঠ প্রশংসাবাক্য লিখেছেন। এদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক এই বইমেলার জন্য পথ চেয়ে থাকেন। আমরা চাই, এদেশে আরও প্রতিভার জন্ম হোক, তাদের কদর দেয়া হোক, প্রতিভার সম্মান ও পরিবেশ রচনা প্রতিভাকে বিশ্ব বাজারে পৌঁছে দিতে পারে।

FEB 20 1999